দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ১

পুল শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা কারণে পদ শূন্য হয়। শূন্যপদজনিত এ সংকট দূর করতে নেওয়া হয় শিক্ষক পুল গঠনের উদ্যোগ। এ লক্ষ্যে ২০১২ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, যার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয় ২০১২ সালের ১৪ আগস্ট। এতে ২৭৭২৩ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করে ১২৭০৪ জনকে সেপ্টেম্বর মাসে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং ১৫০১৯ জনকে রাখা হয় শিক্ষক পুলে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাঁচে পুল শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া বন্ধ করা হয়। তারপর ২০১৩ সালে ডিসেম্বর মাসে শিক্ষক পুলের ব্যাপারে সম্মতি দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। তবে সম্মতিটি শর্তসাপেক্ষ। শিক্ষক পুলে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষককে মুচলেকা দিতে হবে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে। তাতে লিখিত অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে এ রকম—আমি কখনো চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি করব না। মাসিক বেতন সর্বসাকুল্যে ৬০০০ টাকা, তাও আবার ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নেই। স্থায়ী কোনো পোস্টিংও পাবে না তারা। সংশ্লিষ্ট উপজেলা যখন যে বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট থাকবে তাকে সেখানে যেতে হবে, ক্লাস নিতে হবে—এমন অদ্ভুতুড়ে শর্তে শুধু শিক্ষকগণই নন প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও বিব্রত। জানা মতে, এখন পর্যন্ত লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় শর্ত সাপেক্ষে কোনো পুল শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করলে তারাও এ ব্যাপারে সঠিক উত্তর দিতে পারছে না। নিয়োগের আশায় আশায় অনেকেরই সরকারি চাকরির বয়স শেষ হবার পথে। তাই আমরা ১৫ সহস্রাধিক পুল শিক্ষক গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছি। যত দ্রুত সম্ভব আমাদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেবার ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

পুল শিক্ষকবৃন্দ